

২২ জানুয়ারি ২০১৩ বিশেষ ক্রোড়পত্র

রাষ্ট্রপতি

ঢাকা।

০৮ মাঘ ১৪১৯



পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩' উদ্যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে জানাই আন্তর্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। ২৫ মার্চ সদস্যরা সেদিন দেশমাতৃকার সেবায় অকাতরে আত্মোৎসর্গ করেছেন। আমি এ বিশেষ মুহুর্তে মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে তাঁদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের অবিস্মরণীয় অবদানকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

মানবাধিকার সুরক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং জননিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পুলিশ বাহিনী পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে সর্বদা তৎপর রয়েছে। জনগণের সেবক ও প্রকৃত বন্ধু হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পুলিশ বাহিনীকে আরো সচেষ্ট হতে হবে। জনগণের আস্থা অর্জনে থাকতে হবে অবিচল। প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে দক্ষতার সাথে দ্রুত অপরাধ উদঘাটন এবং অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে হবে। জনআস্থা অর্জনের মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশ গঠনে হতে হবে আরও নিষ্ঠাবান ও যত্নশীল।

বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অনবদ্য ও প্রশংসনীয় অবদান রাখছে। আমাদের পুলিশ সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা, নিষ্ঠা ও উন্নত নৈতিকতা দিয়ে দেশ সেবার পাশাপাশি এসব মানদণ্ডকে আরও পরিশীলিত করে ক্রমান্বয়ে বিশ্বমানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এতে করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সম্মান ও গৌরব উত্তরোত্তর আরও वृक्षि शादा।

দেশ ও জাতির মহান সেবায় বাংলাদেশ পুলিশকে একটি আধুনিক ও সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জনগণকে প্রত্যাশিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে জনআস্থা অর্জনে বাংলাদেশ পুলিশ নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখবে।

আমি 'পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

1962.504 মোঃ জিলুর রহমান



প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশ পুলিশ বার্ষিক পুলিশ সপ্তাহ, ২০১৩ নানা আয়োজন উৎসব মুখর পরিবেশে উদ্যাপন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশের দায়িত্ব-কর্তব্য অতীব গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। জন-আকাঙ্খা পূরণে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ পুলিশকে জনবান্ধব এবং জবাবদিহিমূলক একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নতুন মাত্রা লাভ করেছে ঠিক তেমনি অপরাধের ধরণেও যোগ হচ্ছে নতুন মাত্রা। সময়ের অনিবার্য এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের পুলিশ বাহিনীর পেশাদারী মনোভাব এবং সক্ষমতা এখন সময়ের

আমাদের পুলিশ বাহিনীকে কাজ করতে হয় প্রতিকূল পরিবেশে, অনেক সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে। সব বাধা পেরিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান ও জঙ্গি দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের আস্থা ও প্রশংসা অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে সক<mark>ল</mark> পদমর্যাদার পুলিশ সদস্যকে।

পুলিশ সপ্তাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুলিশ সদস্যদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ও মেলবন্ধন গড়ে উঠে। পারস্পরিক মিথঞ্জিয়ায় জননিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্মোচিত হতে পারে নতুন দিগন্ত এবং এনে দিতে পারে উন্নত ও সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ।

পুলিশ সপ্তাহ, ২০১৩ সর্বতোভাবে সফল হোক। জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধু।





প্রতি বছরের মত এবারও 'পুলিশ সপ্তাহ', ২০১৩ উদ্যাপন হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত

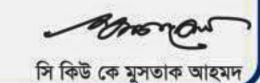
পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণে রাখা। বাংলাদেশ পুলিশের নিষ্ঠাবান সদস্যগণ নিরলস তৎপরতার মাধ্যমে আইন-শুঙ্খলা রক্ষা করে দেশের উন্নয়নের চাকা সচল রাখছেন। বিশ্বের বিভিন্ন গোলযোগপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্ব পরিমন্ডলে আমাদের মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি

অনেক সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকৃল বাস্তবতার মধ্যে পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হয়। তবুও অপরাধ উদ্ঘাটন, অপরাধীর বিচার নিশ্চিত করা, জঙ্গি দমন, সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণসহ সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে পালন করছে।

সরকারের আন্তরিক প্রয়াসে পুলিশের অনেক সমস্যা ইতোমধ্যে নিরসন করা হয়েছে। পুলিশে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সমস্যা সমাধানে সরকারের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। সরকার পুলিশ বাহিনীকে একটি আধুনিক, জনবান্ধব ও প্রযুক্তি নির্ভর সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

দেশপ্রেমের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট থাকবে বলে আমি আশা করি

পুলিশ সপ্তাহের সকল আয়োজন সফল ও সার্থক হোক।



## People Friendly Policing

Md. Mokhlesur Rahman, BPM

"The Police I would maintain would be a body of reformers"

-Mahatma Gandhi

Policing in some manner or form was in existence during the reign of Maurya, Gupta, Pal, Sen and during the rule of the Sultan in ancient India. During the mogul rule, Kotwal, Daroga, Jamader, Habilder, Thanader, Chowkider, Pike, Barkandaz were the ranks held by those responsible for maintaining law and order. A few of those ranks prevail in the police hierarchy of today. It also provides an understanding of the social status in the by-gone days. The literature or history does not reflect a good image of the royal employees of that period rather we see them as a representative of the tax collecting Sultan, an emperor whose terrible অভিনন্দন জানাই। image remains in our minds.

কালরাতে রাজারবাগ পুলিশ লাইনেই সূচিত হয়েছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। অকুতোভয় পুলিশ Participation of the people in the administration or people oriented administrative system was never found before the introduction of democracy in today's Bangladesh or in India. As the rulers were aliens, so were their languages, disconnected from the people, sometimes it was Sanskrit, Pali or Persi or English. The laws, rules and regulations were framed for the Indian Sub-continent but all were based on foreign ideas. It did not have any scope to provide for a people friendly administration. The British, though tried to introduce good governance to win the hearts of the nations, it all ended in a fiasco with the fury of the 1st war of liberation in 1857. They introduced iron rule to lay a solid foundation to their regime in India. They introduced a paramilitary police system in the line with that of the constabulary of Northern Ireland. The dissatisfaction which is usually expressed about policing lies in the process of its formation.

> In the initial phase of the British rule, the police had no salary or wage of any kind, moreover, a person for the appointment to a post of a Daroga, had to deposit one thousand rupees to the royal treasury. About 200 or 250 years ago, upon the deposit of 1000 rupees, a daroga took a lease of an area inhabited by large number of people. The legal income of the police was one 10th of the recovered plundered goods and 10 rupees for the arrest of each dacoit. It is needless to say that the legal income was too scant to maintain a family. They had to recourse to harass the people and thus the misuse of power to earn money which was a barrier to develop an ethical police service came into being.

> The present Police Act was passed in 1861 in the British colony India to reorganize the police and to make it a more efficient organization. The police were paid regular salaries but that did not adequately reflect the work carried out by the police. The underpaid police were used as an instrument to subdue the mass movement. As a result, the police department emerged to be a symbol of terror to traders, intelligentsia and politicians as well as the people of all strata. The same trend was maintained during the regime of Pakistan. In some cases, it became more aggravated. Between 1952-1971, the police were used to suppress the movement for freedom. The police were used by the repressive Pakistani rulers as instruments (Lathial) to control the people and were seen as collaborators that resulted in misdeeds and misrule. The image of the police remained as horror incarnate.

> The emergence of a people friendly police we see through the sacrifice in the liberation war of Bangladesh. The police came down to join the line of the people through waging the first resistance to the occupying Pakistan Army and the formation of groups to fight for liberation was established in every nook and corner of the country. The efforts have been directed since then to be people friendly police. It is needless to say that Bangladesh Police have been trying on its own urge to be people friendly, women friendly, child friendly and environment friendly. With the flourishing of democracy in the country, Bangladesh Police are engaged in developing a democratic police system. Bangladesh Police is trying to put into application the best practices collected from all over the world to beat the unbearable atmosphere created by a negative campaign for the past hundred years.

The country needs the police to rise from the heart of Bangladesh and be entirely home grown and improve the service provided to Bangladesh and better services for Bangladeshis living abroad. With support and patronage of the government of the Peoples Republic of হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পুলিশ বাহিনীকে ফোর্স থেকে সার্ভিসে পরিণত করতে Bangladesh, Bangladesh Police has started the conversion process of the force into a service. The Thana is at the forefront of the organization of the Bangladesh Police. A strong need is বর্তমান চলমান বিশ্বে পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। বিশ্বায়ন আমাদেরকে নিয়ে এসেছে একই ছাতার felt to start the reform with the police stations. The police will be able to win the hearts and নীচে। পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সমাজের অনুসংগগুলো যেভাবে পরিবর্তনের বিবেচনায়। minds of the people if the Thana can be made totally people oriented, its activities are modernized, the functionaries change in their mind set and if reform could be brought that can fulfill the demand of our country, people and time.

> Its indication has already become evident. Some activities have started at some police stations that includes creation of service delivery centres and posting of service delivery officers, convening open house days once in a month, increasing the number of women police, sensitizing police to gender parity, creating arrangements to be more receptive to men and women and to enable FIRs to be lodged in a comfortable atmosphere, to digitize activities and to store necessary information.

> For ages people have rushed to the Thana but had to return sometimes frustrated. To change this scene and to ensure better services, in-service training centres have been setup in some districts to impart extensive training to members serving at police stations on hearing complaints, service delivery, human rights, gender issue and investigation.

> Community policing as an instrument to increase the partnership between the police and the community and to reduce crime has been increasing everyday. This has been providing even the poor people with the opportunity to have and express an opinion regarding law and order. The tradition has been reversed, now the police are going to the people. The police has set up social forums even at the village level. The propensity to get to the door step of people is ever increasing among the police. The police are expected to explain their activities before the audience of the community policing forums.

> It has opened the horizon of the people friendly policing. Open criticism is heard about police activities in such forums. The police are to remain alert and on guard. An officer at a thana has been assigned to a task of keeping there forums active and to convene regular meetings. That officer is called the community police officer.

> The horizon of forensic investigation is increasing. The Forensic Training Institute (FTI) has already been set up. Extensive training is going on. Proper and contemporary technologies are being used in the field of investigation, the forensic lab, chemical lab, cyber lab and in the DNA labs. It will help enhancing confidence of the people during police investigations.

The best example is the introduction of the Victim Support Centre which has been acclaimed at home and abroad. This has emerged to be a symbol of support and refuge for children and women victims. After gaining success with the Victim Support Centres in Dhaka and একটি দেশের উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল ও অপরাধ সহনীয় Rangamati, Victim Support Centres are under construction at every divisional head quarters. Some well reputed NGOs are giving services at the Victim Support Centers along with the police. This is a wonderful example of union between the people and the police.

The number of women police has doubled today compared to two/three years ago. The number of women police are being increased at police stations so that the female community members can be more comfortable and receive a better service.

It is expected that the SI's promoted to the status of second class gazetted officers and the Inspectors to the first class gazetted officers will show more respect in their daily duties when interacting with the people. This is being already reflected.

The upgrading of the status of the Inspector General to the equivalent of Senior Secretary has brought a positive influence upon the overall police activities.

It is expected that the Bangladesh Police will be more service oriented, people oriented, society oriented and will be even more serious in matters of public welfare, crime prevention and crime detection.

The police peacekeepers from Bangladesh are playing a vital role in the war torn world to bring peace and in keeping it. Bangladesh is the top contributing country to the United Nations peace keeping missions. It is hardly needed to say, provided they have the opportunity, support and a conducive environment, the Bangladesh Police shall be able to win the trust and confidence of the people and will be able to be a symbol of reliance.

Writer: Additional Inspector General, CID & National Project Director, Police Reform Programme



প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ০৮ মাঘ ১৪১৯ ২২ জানুয়ারি ২০১৩

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ উপলক্ষে পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যগণ যাঁরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ।

দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানে পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ পুলিশ দেশের সকল প্রয়োজনে ও সঙ্কটে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলেছে। জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ পুলিশকে হতে হবে নিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক

সেবা প্রত্যাশীদের সর্বোত্তম আইনগত সহায়তা দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জনে হতে হবে নিষ্ঠাবান

'শৃঙ্খলা নিরাপত্তা প্রগতি' এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ পেশাগত জ্ঞান, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে জনসেবা প্রদানে নিবেদিত হবে- এ প্রত্যাশা করছি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি

জয় বাংলা,জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক



পুলিশ সপ্তাহ, ২০১৩ উদ্যাপনের শুভ মুহূর্তে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীর পুলিশ সদস্যদের এবং বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ও বর্তমান সব সদস্যকে জানাই আন্তরিক অভিন্দন ও শুভেচ্ছা। জননিরাপত্তা বিধানে পুলিশ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত। অভ্যন্তরীণ শান্তি-

শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও মানবাধিকার সুরক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় পুলিশকে। বাংলাদেশ পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে তাদের উপর অর্পিত এসব গুরু দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে। পুলিশের কাছে জনমানুষের প্রত্যাশা অপরিসীম। জনআকাজ্ঞা পূরণের লক্ষ্যে এবং একটি জনবান্ধব প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পুলিশকে একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে কাজ করতে হবে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের পুলিশ যে সম্মান ও প্রশংসা অর্জন করেছে দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়ও সে ধারা অব্যাহত রাখতে হবে । আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের অঙ্গীকার করে মহাজোট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছে। বর্তমান সরকার প্রযুক্তি নির্ভর তথ্যসমৃদ্ধ আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। পুলিশ বাহিনীর সব সদস্য সবকিছুর উধের্ব থেকে সে মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে আরও দায়িতুশীল হবেন এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি পুলিশ সপ্তাহ, ২০১৩ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয়বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ উদ্যাপনের শুভলগ্নে আমি বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই

আন্তরিক শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ পুলিশের সর্বস্তরের সকল সদস্যকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন। এ বিশেষ মুহুর্তে আমি অত্যন্ত গর্বের সাথে স্মরণ করছি, যাদের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে বাঙালি জাতি এক উত্তাল রক্তনদীর ওপারে স্বাধীনতার সুবর্ণ বন্দরে পৌছতে পেরেছিল, বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সদস্যরাই ছিল তাদের অগ্রপথিক। আজ আমি বিনম্র চিত্তে বাংলাদেশ পুলিশের সে সকল মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর দেশপ্রেমের যে মহৎ চেতনায় উদুদ্ধ হয়ে পুলিশের অগ্রজ সদস্যগণ মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, নতুন প্রজন্মের পুলিশ সদস্যরাও সে চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েই পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে আসছে। নানা প্রতিকূলতার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে পরিবর্তীত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তার বহুমাত্রিক হুমকি মোকাবেলা, আইনের শাসন ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের যা অর্জন, কতিপয় ক্ষেত্রে তা হয়তো জনগণের প্রত্যাশার সমান উঁচু নয়। কিন্তু ন্যায়, সত্য, শুভ ও সুন্দরের আন্তরিক অনুশীলনে আমরা অক্লান্ত, অবিচল। আমি বিশ্বাস করি, পুলিশ বাহিনীর উৎকর্ষ সাধনে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের যে অভূতপূর্ব আন্তরিক আগ্রহ তার সুফল কাজে লাগিয়ে আমাদের নিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধের সাথে মেধা ও পেশাদারিত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে জনগণের কাঞ্চ্চিত নিরাপত্তাসেবা প্রদানে আমরা অবশ্যই সক্ষম হবো। এ আলোকিত ভবিষ্যতের পানে আমাদের দুর্বার পথচলায় সুধীজন, সুশীল সমাজ ও গণমানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রেরণা আমাদের সাথে থাকবে বলে আমি আশা করি।

পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের মাধ্যমে পুলিশের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের মাঝে সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটবে, যার ফলে পুলিশ বাহিনীর পেশাগত কর্মকাভ আরো গতিশীল হবে বলে আমি মনে করি।

পুলিশ সপ্তাহ ২০১৩ উদ্যাপন সর্বতোভাবে সফল হোক - এ কামনা করি



হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম,পিপিএম,এনডিসি